

প্রেমের সংলাপ – ৩

(রোমান্টিক বাংলা ডুয়েট সংলাপ)

- কিশোর মজুমদার

“ মানুষ এত বোকা কেন ”

রুদ্র -- বলো তো মানুষ এত বোকা কেন ?

চয়নিকা--তোমার মাথায় আবার কি ভূত চাপলো।

রুদ্র -- না এমনি ভাবছি। মানুষ শুধু ছুটছে---ছুটছে- ছুটছে তো ছুটছেই।

চয়নিকা-- তো !

রুদ্র -- আরে জীবন কোথায় ? বেঁচে থাকার আনন্দ কোথায় ?

চয়নিকা-- কোথায় ?

রুদ্র --কোথায় আবার ? এইখানে। আর এখন ই। কেউ যদি ভাবে যে জীবনে বাঁচব পরে, যখন আমার অনেক টাকা হবে, যখন আমার সামনের কাজটা সম্পূর্ণ হবে, তারপরেই জীবন ঝিঞ্জালিলা...

চয়নিকা-- হি হি হি হি হি..... তুমি বকতেও পারো বাবা। তো কি হয়েছে তাতে ? নিজের জীবন নিয়ে বাঁচি না এত মানুষের কথা ভেবে করবো কি !! বলো --

রুদ্র -- অবুঝ হয়ো না। তোমার চারপাশের মানুষের দ্বারাই তুমি প্রভাবিত হও বুঝলে। ওদের ভাবনা, ওদের আচরণ সংস্কার সব ই তোমাতে সঞ্চারিত হয়ে যায়।..... (বলতে থাকে)

চয়নিকা--ইশ ! (স্বাগতোক্তি) শুরু হয়ে গেল আর থামবে না আজ পুরো sociology পুরো msw কোর্স কমপ্লিট হবে আমার।

রুদ্র -- কিছু বললে ? ঠিক আছে আর বলবো না।

চয়নিকা-- নান-- না না না না প্লিজ রাগ করো না। মজা করলাম প্লিজ। ও ...হা কি বলছিলে যেন ! মানুষ। ওই তো বললে যে চারপাশের মানুষের দ্বারাই প্রভাবিত হই আমি।

রুদ্র -- আরে তুমি প্রভাবিত হও তো বলি নি। বললাম যে মানুষ।

চয়নিকা-- ওই হলো আর কি আমিও তো মানুষ। আমিই হলাম বলো।

রুদ্র --তো দেখো আসার পথে দেখলাম ছোট্ট একটা ফুটফুটে বাচ্চা, তাকে ওর মা কি মারটাই না মারলো। ওর দোষ কি, ও নাকি পড়তে বসে না খালি খেলতে চায়।

চয়নিকা--হুম । তো তুমি কী করলে ? ও ও তুমি তো কবি , rapid action নেবে না ।

রুদ্র -- ওহ মজা নয় চয়না please ।

চয়নিকা-- ঠিক ই বলেছি, বললাম যে তুমি লিখবে ও নিয়ে যাতে অনেক মানুষের ভাবনায় change আসে ।

রুদ্র -- হুম । তো বলছিলাম যেটা , এত সুন্দর শিশুটা সুন্দর খেলতে চায় , তাকে জোর করে বড় হবার স্বপ্ন চাপিয়ে ওর আপন মনে খেলাটা উপভোগ করতে না দিয়ে , এই শৈশব টাকে ভুলিয়ে দিয়ে কোথায় খুঁজছে মানুষ জীবন ?

চয়নিকা-- এত ভাবিনি গো । ঠিক ই বলেছ তো ।

রুদ্র -- ভাব তো একবার । কিছুর না যদি শিশুটিকে আপন মনে খেলতে দিয়ে শুধু দেখা যায় । just follow him . দেখবে অনেক কিছু শেখার আছে ওর কাছে । কিন্তু তার বদলে

চয়নিকা-- তার বদলে

রুদ্র -- তার বদলে , বর্তমান নেই , জীবনে কোন আনন্দ নেই , শুধু আছে ভবিষ্যৎ । এক অনাগত সুখের জন্য কষ্ট করা আর কষ্ট দেয়া ।

চয়নিকা-- কষ্ট দেয়া ?

রুদ্র -- আরে শিশুটা কষ্ট পাচ্ছে না বলো । ওর খেলার সুখের স্বর্গ ছিনিয়ে কোন পন্ডিত করতে চাইছি বলো। "ছোট ছোট শিশুদের শৈশব চুরি করে গ্রন্থ কীটের দল বানায় নির্বোধ "

চয়নিকা-- নচিকেতা । ভালোই বলেছ বস ।

রুদ্র -- আর যে স্বপ্ন দেখে কষ্ট তো তার আছেই । আর যাকে নিয়ে দেখে বা যার উপর চাপায় স্বপ্ন তার বারোটা বজায় আর কি ।

চয়নিকা-- সত্যি তুমি না পারো বটে । এই রোমান্টিক এই রিয়ালিস্টিক । কিন্তু আমাদের কি হবে ?

রুদ্র -- কি হবে আর । এই মাটির ঘরের জ্যাংস্না ওঠা দাওয়ায় বসিয়া এমনই রকম ছেলমানুষি গল্প করিবে আর আমি বসিয়া বসিয়া শুনিব। আর শুনিব হাতির বৃঙ্হন.....

চয়নিকা-- আরণ্যকআরণ্যক ... বিভূতিভূষণ ...Right ?

রুদ্র -- একদম রাইট । একটু তুমি মাথিয়ে চালিয়ে দিচ্ছিলাম আর কি ।

চয়নিকা-- হুমমম । চলো এবার ওঠা যাক।

রুদ্র -- একি এফুনি চলো ? আরে তোমার ফ্লিপকার্ট থেকে কেনা লিপস্টিক টা একটু কেমন সুন্দর করেছে তোমায় আগে দেখতে দাও ।

চয়নিকা-- ওঁওঁওঁওঁ তুমি আমার দেখবে। কখন থেকে তেঁট বাড়িয়ে মি..... করে আছি তাও চোখে পড়ে না। আর দেখতে হবে না ছাড়া।

রুদ্র -- বাহ একটু না রাগলে যে তোমায় মানায় না।

চয়নিকা-- ধুউউউৎ। তুমি দেখবে আমাকে !! কি জানি বাপু। এখন কি যে তোমার নজরে পড়েছে। আর কিই বা দেখো কে জানে।

রুদ্র --ইস... চয়নিকা প্লিজ। সত্যি বলছি কোথাও তাকাই না আমি। কাউকে দেখি না আমি। আমার চোখে শুধু চয়নিকা, চয়না, সুউউচয়না।

চয়নিকা--তাই। সত্যি। বলছ? একদম মিথ্যে কথা। মিথ্যে মিথ্যে.....

রুদ্র -- সত্যি বলছি তোমায় ছাড়া কাউকে দেখি না গো। বিশ্বাস না হয় ওই দেখো ওই মহিলাকে, আমি একটুও দেখি নি।

চয়নিকা-- কি ...

রুদ্র -- হুম। ওই যে কমলা রঙের শাড়ি পরা মেয়েটা, ওকেও দেখি নি।

চয়নিকা-- কোন মেয়ে....

রুদ্র -- ওই যে কমলা শাড়ি, ম্যাচিং ব্লাউস, লাল টিপ, পায়ে সাদা পদশী কোম্পানির জুতো। হাতে স্টাইলি ভ্যানিটি, আর

চয়নিকা-- (রেগে গিয়ে) কি ই ই ই ই

রুদ্র -- আর চোখের কোনে সলজ্জ হাসি, বিদ্যাপতির রাধা এ যুগে জন্মেছে.....

চয়নিকা-- কি! হুম? দাঁড়াও। আমি চললাম। (রাগ করে চলে যায়)

রুদ্র -- এই এই প্লিজ প্লিজ। মজা করছিলাম প্লিজ ... চয়নিকা চয়না..... সূচয়না.....দাঁড়াও প্লিজ .
(ডাকতে থাকে দূর থেকে)

✨ যুক্ত থাকুন নিচে দেওয়া লিঙ্কগুলির মাধ্যমে ✨



[Facebook](#)



[YouTube](#)



[WebSite](#)